কমিশন কর্তৃক ১০/০৮/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	ডবলমুরিং (চট্টগ্রাম) থানার মামলা নং-৩১, তাং- ২৭/০৮/২০০০ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ শহিদুল আলম সরকার, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১, বর্তমানে প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব আবু মোরশেদ, প্রোঃ মেসার্স আবু মোরশেদ, পিতা-আলহাজ্ব মতিয়ার রহমান সওদাগর, ১১৭, উত্তর নালাপাড়া, চট্টগ্রাম, বর্তমানে-দেলোয়ার ভবন, ১৩৩১, হাজী নূর আহাম্মদ সড়ক, চট্টগ্রামে বসবাসরত ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	প্রতারণা ও অপরাধজনক বিশ্বাস ভংগের মাধ্যমে ব্যাংকের ১,২৮,৫৫,০০০/-টাকা আত্মসাত ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব আবু মোরশেদ, প্রোঃ মেসার্স আবু মোরশেদ, ১১৭, উত্তর নালাপাড়া, চট্টগ্রাম ইন্দোনেশিয়া হতে ৪৫৯০০০ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশী ১,৫১,২৪,০৫০/-টাকা) মূল্যের ৮৫০০ মেঃ টন গ্রে-পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট আমদানীর নিমিত্তে উত্তরা ব্যাংক লিঃ, আগ্রাবাদ শাখার এলসি নং এ.জি.আর/এস.ই.এম/৮৯/২০, তারিখঃ ২৩/০১/৮৯ খোলেন। এলসি মোতাবেক ৮৫০০ মেঃ টন গ্রে-পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ২৩/০১/৮৯ তারিখে শিপমেন্ট হয়। শিপমেন্ট ডকুমেন্টস প্রাপ্তির পর উত্তরা ব্যাংক আগ্রাবাদ শাখা নেগোসিয়েটিং ব্যাংককে সমূদয় অর্থ পরিশোধ করে দেয়। ব্যাংক ১৯/০২/৮৯ তারিখে আমদানীকৃত পন্যের শিপমেন্ট ডকুমেন্টস প্রাপ্তির পর পন্য ছাড় করানোর নিমিত্তে আমদানীকারক জনাব আবু মোরশেদকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পত্রের মাধ্যমে তাগিদ দেন। আসামী এলসির টাকা পরিশোধ করেননি এবং ব্যাংক হতে শিপিং ডকুমেন্টস ছাড় করাননি। পরবর্তীতে তিনি ৩১/০৮/৮৯ তারিখে ব্যাংকে লিখিতভাবে জানান যে, তিনি ব্যাক্তিগত গ্যারান্টির মাধ্যমে মালামাল ছাড় করে নিয়েছেন। আসামী জনাব আবু মোরশেদ অসৎ উদ্দেশে এলসির ১৫% মার্জিন বাদে ব্যাংকের বিনিয়োগকৃত টাকা পরিশোধ না করে প্রতারণা ও অপরাধজনক বিশ্বাস ভংগের মাধ্যমে ১,২৮,৫৫,০০০/-টাকা আত্মসাত করেছেন যা বর্তমানে সুদসহ ৬,১৯,৩২,৪৬৯/-টাকা হয়েছে মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	নড়াইল(সদর) থানার মামলা নং-০১, তাং-০৩/১০/২০০১ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব এম আলী আসগর, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বর্তমানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাগেরহাট জোন, বাগের হাট; (২) জনাব বিজয় কৃষ্ণ সরকার, পিতামৃত-সৈলেন্দ্রনাথ সরকার, নড়াইল; (৩) জনাব মোল্লা আবদুল ওহাব, সাব রেজিষ্ট্রার, সদর (বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত), পিতামৃত- মোল্লা গঞ্জের আলী, শ্রীপুর, মাগুড়া; (৪) চৌধুরী ইলিয়াসুর রহমান, তহশিলদার, পৌর ভূমি অফিস, নড়াইল ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজশে সরকারী ভিপি সম্পত্তি ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক দখলে রেখে ও ভোগ দখল করে সরকারী সম্পদের ক্ষতি সাধন ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী বিজয় কৃষ্ণ সরকার নড়াইল মৌজার ১০৮৬ দাগের ১.১৬ একরসহ মোট ১.২৬ একর জমি যার মধ্যে ০.৩৫ একর অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভূক্ত, তা আসামী আলী আসগরের সহিত ভাওয়ালী মৌজার ৫৩১ দাগের ০.৩২ একর এবং ভাদুলী ডাঙ্গা মৌজার ৭৭৪, ৫০, ১৩২ ও ১৯০ দাগের ০.২৭ একর সহ মোট ০.৫৯ একর জমি ৩৫,০০০/-টাকা মূল্য নির্ধারণ করে বিনিময় করেন। আসামী সাব রেজিষ্ট্রার মোল্লা আব্দুল ওহাব পরস্পর যোগসাজশে সরকারী রাজস্বের ৫২,২৭৫/-টাকা ক্ষতি সাধন করে ১৮৬৫/৯৭ নং বিনিময় দলিল রেজিষ্ট্রি করেন। এজাহারভূক্ত আসামী এম আলী আসগর ও বিজয় কৃষ্ণ সরকার পরস্পর যোগসাজশে অবৈধভাবে ১.১৬ একর জমির মধ্যে সরকারী ভিপি তালিকাভূক্ত ০.৩৫ একর জমি বিনিময় দলিলের দাতা ও গ্রহীতা পরস্পর যোগসাজশে সাব রেজিষ্ট্রার নড়াইল সদর জনাব আ: ওহাব খান এর সহযোগিতায় রেজিষ্ট্রি করে ও দলিলমূলে সরকারী ভিপি সম্পত্তি ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক দখলে রেখে ও ভোগ দখল করে সরকারী সম্পদের ক্ষতি সাধনের অভিযোগ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন। আসামী জনাব চৌধুরী ইলিয়াসুর রহমান, তহশিলদার, পৌর ভূমি অফিস, নড়াইল এর বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাকে মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

➢

ক্রমিক নং	:	০৩
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	গোয়াইনঘাট(সিলেট) থানার মামলা নং-০৪, তাং- ০৪/১১/২০০৭ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ জাকির হোসেন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, সিলেট ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব সাধন দেবনাথ, সাং-দক্ষিণ প্রতাপপুর, থানা-গোয়াইনঘাট, জেলা-সিলেট।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	অগ্রিম বেতন ও হিসাব নিকাশের গরমিল দেখিয়ে টাকা আত্মসাত।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব সাধন দেবনাথ জনাব ফখর উদ্দিন এ্যান্ড ব্রাদার্স নামক ভুষিমালের দোকানে কর্মচারী হিসেবে থাকাকালীন অগ্রীম বেতন ও হিসাব নিকাশের গরমিল দেখিয়ে সর্বমোট ৩,৫৫,৬২৫/-টাকা আত্মসাতের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০৪
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	ফুলতলা(খুলনা) থানার মামলা নং-০৮, তাং-২৪/০৩/২০১১ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, খুলনা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ সোহরাব আকুঞ্জি, সাবেক সহকারী ব্যবস্থাপক, কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ, রাজঘাট, যশোর।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	সম্পদ বিবরণীতে সম্পদের তথ্য গোপন।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী কর্তৃক দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণী ফরমে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ মিলে মোট ১,১৮,৪১৫/-টাকা সম্পদের তথ্য গোপনের বিষয়টি তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।